গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা

পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত দেশের অন্যান্য এলাকায় বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত উন্নয়ন সহায়তা বরাদ্দের অর্থে প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত নীতিমালা।

২০ নভেম্বর, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা

০৩.০৮৮.০১৪.০০.০০.০০৩.২০১২-১২০

৬ অগ্রহায়ণ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ
২০ নভেম্বর, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত দেশের অন্যান্য এলাকায় বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত উন্নয়ন সহায়তা বরাদ্দের অর্থে প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত নীতিমালা।

উপর্যুক্ত বিষয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করছে ঃ

১. প্রকল্প/কর্মসূচির উদ্দেশ্য ঃ

১.০১ পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত দেশের অপরাপর এলাকায় বসবাসকারী দরিদ্র ও অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে উৎপাদনমূলক (Productive) ও আয়বর্ধনমূলক (Income Generating) প্রকল্প/ কর্মসূচি গ্রহণ,

১.০২ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বহুমাত্রিক সেবা কেন্দ্র (Ethnic Minority's Multipurpose Service Centre) নির্মাণ, কমিউনিটি সেন্টার/সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানাদি নির্মাণ/সংস্কার এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, জীবনযাত্রার রীতিনীতি, বৈচিত্র্যতা ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতির লালন ও বিকাশ সাধন,

১.০৩ সেনিটারি ল্যাট্রিন নির্মাণ, পানীয় জল ও পয়ঃপ্রণালীর সুব্যবস্থা এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর চাহিদাদি পূরণের ব্যাপারে সহায়তা প্রদান,

১.০৪ শিক্ষা বৃত্তি, শিক্ষা উপকরণ এবং শিক্ষা সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিক্ষার হার বৃদ্ধিতে সহায়তা দান,

১.০৫ মেধা ও দক্ষতা বিবেচনাপূর্বক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জন্য উপযুক্ত/লাগসই প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা,

১.০৬ সামাজিক বনায়ন ও বসতবাড়ী বনায়নের মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং পরিবেশের উন্নয়ন সাধন,

১.০৭ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীকে তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও সেবা প্রদান।

২. অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে প্রাধিকার নির্ধারণ ঃ

১.০১ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক প্রণীত সর্বশেষ শুমারি প্রতিবেদন এবং জেলা প্রশাসকদের প্রেরিত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংখ্যার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত দেশের অন্যান্য এলাকায় বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত উপজেলাসমূহকে নিম্নোক্ত ৪ (চার) টি শ্রেণীতে ভাগ করা হবে :

ক শ্রেণী ঃ ২০,০০০ এর অধিক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত উপজেলা,

খ শ্রেণী ঃ ১০,০০০-১৯,৯৯৯ পর্যন্ত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত উপজেলা,

গ শ্রেণী ঃ ৫,০০০-৯,৯৯৯ পর্যন্ত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত উপজেলা,
ঘ শ্রেণী ঃ ৫,০০০ এর কম ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত উপজেলা।

২.০২ সংশ্লিষ্ট উপজেলায় বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর খানার (ঐড়ঁংবযড়ষফ) সংখ্যা, তাদের আর্থ-সামাজিক অনগ্রসরতা এবং পূর্বে বিভিন্ন অর্থ বছরের প্রদত্ত ক্রমপুঞ্জিভূত বরাদ্দ ও ব্যয় এবং ক্ষুদ্র ঋণ আদায়ের হার ইত্যাদি বিষয় উপজেলা ভিত্তিক অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাবে,

২.০৩ প্রকল্প প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণের প্রাক্কালে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ তাঁদের অধিক্ষেত্রভুক্ত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং তাদের সমস্যা ও চাহিদার বিষয়টি বিবেচনা করবেন,

২.০৪ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত যে সকল উপজেলায় পূর্ববর্তী অর্থ বছরে প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়নের নিমিত্ত অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি প্রকল্প প্রস্তাব প্রাপ্তি সাপেক্ষে ঐ সকল উপজেলায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অর্থ বরাদ্দ করা হবে,

২.০৫ সাধারণভাবে এক অর্থ বছরে একটি জেলার ৫ (পাঁচ) টির অধিক উপজেলায় অর্থ বরাদ্দ করা যাবে না। তবে, যৌক্তিক কারণ বিবেচনায় এ প্রকল্প/কর্মসূচির জন্য গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি এ নিয়ম শিথিল করতে পারবে।

৩.প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন ঃ

৩.০১ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনাক্রমে তাদের সমস্যাসমূহ নিরূপণ করে এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনাক্রমে প্রতি বছর তাদের মৌলিক চাহিদার নিরিখে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার যথোপযুক্ত প্রকল্প/কর্মসূচি চিহ্নিত করবেন এবং এ প্রকল্পের জন্য গঠিত উপজেলা কমিটির সভায় আলোচনার মাধ্যমে প্রকল্প/কর্মসূচি চূড়ান্ত করবেন,

৩.০২ উপজেলা কমিটিতে চূড়ান্ত হওয়ার পর উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে প্রকল্পের/কর্মসূচির নির্ধারিত ছকে (সংলগ্নী-১) প্রকল্প/কর্মসূচির প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে। জেলা প্রশাসনগণকে প্রকল্প/কর্মসূচির প্রস্তাব যাচাই-বাছাই করে বরাদ্দের সুপারিশ সহকারে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে এবং এক কপি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারের নিকট প্রেরণ করতে হবে,

৩.০২.০১ প্রকল্প প্রস্তাবে বর্ণিত প্রতিটি আইটেমের বিশদ বিবরণ এবং প্রস্তাবিত ব্যয়ের যৌক্তিকতা উল্লেখ করতে হবে,

৩.০২.০২ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর খানা (Household) ও জনসংখ্যার সাথে বরাদ্দের প্রস্তাব সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে এবং বিভিন্ন আইটেমওয়ারি বরাদ্দের প্রস্তাব বাজার দর ও সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আইটেমওয়ারী প্রাক্কলিত দরের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে,

৩.০২.০৩ প্রকল্প কাজে সহায়তার জন্য উপজেলায় বসবাসরত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সর্বোচ্চ ০৫টি রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত সমিতি/সংগঠনের নাম প্রকল্প প্রস্তাবে অর্ন্তভুক্ত করা যেতে পারে,

৩.০৩ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ০৩-০৯-২০০৯ তারিখের ২২.৫২.০৬.০০.০০.০৩.২০০৯-১০৭ (৯০) নম্বর প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি বিভিন্ন জেলা হতে প্রকল্প/কর্মসূচি প্রাপ্তির পর সেগুলো পর্যালোচনাপূর্বক উপজেলা ভিত্তিক বরাদ্দের সুপারিশ করবে:

৩.০৩.০১ আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সুপারিশের পর যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে উপজেলা ভিত্তিক বরাদ্দ প্রদান চূড়ান্ত করা হবে,

৩.০৩.০২ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ২০-০২-২০০২ তারিখের ৩২.৫২.১৬.০০.০০.০১. ২০০০-১৬(১৪৫) নম্বর প্রজ্ঞপনে গঠিত উপজেলা প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে।

৪. শিক্ষা ও সংস্কৃতি ঃ

৪.০১ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা বৃত্তি, শিক্ষা সহায়তা ও শিক্ষা উপকরণ প্রদান করা যেতে পারে,

৪.০১.০১ প্রকল্প প্রস্তাবে শিক্ষা বৃত্তি, শিক্ষা উপকরণ ও শিক্ষা সহায়তা পাওয়ার যোগ্য ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা উল্লেখ থাকতে হবে,

৪.০১.০২ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত গরীব ছাত্র-ছাত্রীদেরকে টিউশন ফি প্রদান, বই-খাতা ক্রয়, ব্যবহারিক যন্ত্রপাতি ক্রয়, কম্পিউটার (সর্বোচ্চ ২৫,০০০ টাকা) ক্রয়ের জন্য শিক্ষা সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে,

৪.০১.০৩ পূর্বের অর্থ বছরে যে সকল ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা বৃত্তি/ শিক্ষা উপকরণ/ শিক্ষা সহায়তা পায়নি তাদের, মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের এবং প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি, শিক্ষা উপকরণ ও শিক্ষা সহায়তা প্রদানে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে,

৪.০১.০৪ প্রতি অর্থ বছরে একই পরিবারের দুই জনের অধিক ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি/শিক্ষা উপকরণ/ শিক্ষা সহায়তা প্রদান করা যাবে না,

৪.০২ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীকে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কর্তৃক পরিচালিত ক্লাব/সমিতি ও বিদ্যালয়ে খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সামগ্রী প্রদান করা যেতে পারে এবং খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের নিমিত্তে অনুদান প্রদান করা যেতে পারে,

৪.০৩ প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সামাজিক রীতি-নীতি ও বৈচিত্র্যতা এবং তাদের জন্য গৃহীত সরকারি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের উপর স্মরণিকা, ম্যাগাজিন, লিফলেট ইত্যাদি প্রকাশ করার জন্য অনুদান প্রদান অথবা উপজেলা কমিটির মাধ্যমে প্রকাশ করা যেতে পারে,

৪.০৪ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ইত্যাদির উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনুদান প্রদান করা যেতে পারে,

৫. স্যানিটারি ল্যাট্রিন, অগভীর নলকূপ ও অগভীর তারা পাম্প স্থাপন ঃ

৫.০১ ব্যক্তি পর্যায়ে স্যানিটারি ল্যাট্রিন, অগভীর নলকূপ ও অগভীর তারা পাম্প স্থাপন করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত এবং উক্ত উপজেলায় প্রচলিত ডিজাইন ও প্রাক্কলন অনুসারে নির্মাণ করতে হবে,

৫.০১.০১ প্রকল্প প্রস্তাবের সাথে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী প্রদত্ত প্রাক্কলন (Estimate) এবং ডিজাইন সংযুক্ত করতে হবে,

৫.০১.০২ বরাদ্দ প্রাপ্তির পর জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের স্থানীয় উপজেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে স্যানিটারি ল্যাট্রিন, অগভীর নলকূপ ও অগভীর তারা পাম্প স্থাপন করতে হবে এবং নলকূপ স্থাপনের ক্ষেত্রে আর্সেনিকমুক্ত পানি প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে,

৫.০১.০৩ ব্যক্তি পর্যায়ে স্যানিটারি ল্যাট্রিন, অগভীর নলকূপ ও অগভীর তারা পাম্প রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ 'উপকারভোগীকে' বহন করতে হবে,

৫.০১.০৪ শুধুমাত্র দুর্গম এলাকায় স্যানিটারি ল্যাট্রিন, অগভীর নলকূপ ও অগভীর তারা পাম্প স্থাপনের ক্ষেত্রে মোট বরাদ্দের সর্বোচ্চ ১০% পরিবহন খরচ হিসেবে অতিরিক্ত বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে তবে প্রকল্প প্রস্তাবে তা উল্লেখ থাকতে হবে।

৬. কমিউনিটি ল্যাট্রিন, গভীর নলকূপ, গভীর তারা পাম্প ও রিং ওয়েল স্থাপন ঃ

৬.০১ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত গ্রাম/ পাড়া/ মহল্লায় সকলের পর্যাপ্ত স্যানিটেশন এবং পানীয় জল প্রাপ্তির লক্ষ্যে দলগতভাবে কমিউনিটি ল্যাট্রিন, গভীর নলকূপ, গভীর তারা পাম্প ও রিং ওয়েল স্থাপন করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত এবং উক্ত উপজেলায় প্রচলিত ডিজাইন ও প্রাক্কলন অনুসারে নির্মাণ করতে হবে,

৬.০১.০১ প্রকল্প প্রস্তাবের সাথে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী প্রদত্ত প্রাক্কলন (Estimate) এবং ডিজাইন সংযুক্ত করতে হবে,

৬.০১.০২ বরাদ্দ প্রাপ্তির পর জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের স্থানীয় উপজেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে স্যানিটারি ল্যাট্রিন, গভীর নলকূপ ও গভীর তারা পাম্প ও রিং ওয়েল স্থাপন করতে হবে এবং নলকূপ স্থাপনের ক্ষেত্রে আর্সেনিকমুক্ত পানি প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে,

৬.০১.০৩ কমিউনিটি ল্যাট্রিন, গভীর নলকূপ, গভীর তারা পাম্প ও রিং ওয়েল স্থাপনের পর পরবর্তী ৩ (তিন) বছরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ প্রকল্পের 'কন্টিনজেন্সি' খাত হতে বহন করা যেতে পারে,

৬.০১.০৪ শুধুমাত্র দুর্গম এলাকায় কমিউনিটি ল্যাট্রিন, গভীর নলকূপ, গভীর তারা পাম্প ও রিং ওয়েল স্থাপনের ক্ষেত্রে মোট বরাদ্দের সর্বোচ্চ ১০% পরিবহন খরচ হিসেবে অতিরিক্ত বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে তবে প্রকল্প প্রস্তাবে তা উল্লেখ থাকতে হবে।

৭. আয়বর্ধনমূলক কর্মসূচি ঃ

৭.০১ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে গরীব এবং বেকার জনগোষ্ঠীকে আয়বর্ধনমূলক সুদমুক্ত ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা যেতে পারে। ক্ষুদ্র ঋণ দলগতভাবে অথবা ব্যক্তি পর্যায়ে প্রদান করা যাবে। ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণ করে ফেরত প্রদান না করলে এ প্রকল্প হতে উক্ত সদস্য অথবা সদস্যের পরিবারকে পুনরায় কোন প্রকার ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা যাবে না,

৭.০১.০১ ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের জন্য প্রতি দলে ৫-৭ জন সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। দলের সদস্যদের সম্মতির ভিত্তিতে দলনেতা নির্বাচন করতে হবে,

৭.০১.০২ ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের পূর্বে ঋণের জন্য নির্ধারিত জনগোষ্ঠীকে যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে,

৭.০১.০৩ উপকারভোগীকে যে বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে কেবলমাত্র সে বিষয়ে দলগতভাবে ঋণ প্রদান করা যাবে,

৭.০১.০৪ ঋণ প্রদান ও আদায়ের ব্যাপারে সরকারি বিধি মোতাবেক উপকারভোগীদের সাথে নন-জুডিশিয়াল ষ্টাম্পে চুক্তিনামা সম্পাদন করতে হবে,

৭.০১.০৫ প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্রশিক্ষণার্থীকে দৈনিক ভাতা, প্রশিক্ষণ সামগ্রী এবং সার্টিফিকেট প্রদান করতে হবে,

৭.০১.০৬ ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের ৩ (তিন) মাস পর হতে ঋণের কিস্তি আদায় শুরু হবে এবং ঋণের পরিমানের উপর ভিত্তি করে ৬-২৪ কিস্তির মাধ্যমে ঋণের টাকা আদায় করা যাবে। তবে, উপজেলা প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটি কিস্তির সংখ্যা প্রয়োজন অনুসারে হ্রাস/বৃদ্ধি করতে পারবে,

৭.০১.০৭ ঋণের কিস্তি সম্পূর্ণভাবে পরিশোধ না করার পূর্ব পর্যন্ত যে বিষয়ে ঋণ গ্রহণ করা হয়েছে তা বিক্রয় বা হস্তান্তর করা যাবে না। কোন বিশেষ কারণে তা বিক্রয়ের প্রয়োজন হলে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অনুমতি নিয়ে তা বিক্রি করতে হবে এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে ঋণের অর্থ পরিশোধ করতে হবে।

৭.০২ আদায়কৃত ক্ষুদ্র ঋণের টাকা ঘূর্ণায়মান তহবিল (Revolving Fund) হিসাবে ব্যবহৃত হবে। উপজেলা প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে অবহিতক্রমে ঐ তহবিল থেকে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান ও আদায় নীতিমালায় বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে নতুনভাবে ঋণ প্রদান করতে পারবে।

৭.০৩ এ নীতিমালায় উল্লিখিত নিয়মাবলী ছাড়াও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীকে ঋণ প্রদান ও আদায়ের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক জারীকৃত ঋণ প্রদান ও আদায় নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে।

৭.০৪ **ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান ও আয়বর্ধনমূলক প্রকল্প প্রস্তাবের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত খাতসমূহকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে ঃ**

(ক) সামাজিক বনায়ন ও বৃক্ষায়ন,
(খ) নার্সারি স্থাপন,
(গ) মৎস্য চাষ,
(ঘ) গৃহপালিত পশু পালন,
(ঙ) হাঁস-মুরগী পালন,
(চ) খরগোশ পালন,
(ছ) হস্তশিল্প/কুটিরশিল্প,
(জ) তাঁত শিল্প স্থাপন,
(ঝ) কম্পিউটার ক্রয়,
(ঞ) রিক্সা/ভ্যান ক্রয়,
(ট) ক্ষুদ্র ব্যবসা,
(ঠ) বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন,
(ড) কৃষি/ শস্য বহুমুখীকরণ/ফুলচাষ/সব্জিচাষ,
(ঢ) মৌ চাষ,
(ণ) মাশরুম চাষ,
(থ) স্থানীয় চাহিদার নিরিখে ক্ষুদ্র আকারের আয়বর্ধক অন্যান্য কার্যক্রম।

৮. বৃহৎ আকারের আয়বর্ধনমূলক প্রকল্প গ্রহণ ঃ

৮.০১ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বৃহৎ সংখ্যক জনগণের কর্মসংস্থান এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় চাহিদার নিরিখে বিভাগভিত্তিক প্রতিবছর ২-৩ টি বৃহৎ আকারের আয়বর্ধনমূলক প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে যৌক্তিককারণ বিবেচনায় আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি প্রকল্প প্রস্তাব প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রতি বিভাগে ৩ (তিন) এর অধিক বৃহৎ আকারের প্রকল্প নির্বাচন করতে পারবে। বৃহৎ আকারের প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে উক্ত উপজেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংখ্যা ও তাঁদের পরিবারের

সংখ্যা এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ঘনত্বকে বিবেচনায় নিতে হবে। আয়বর্ধনমূলক প্রকল্পে প্রদত্ত বরাদ্দ সম্পূর্ণ অথবা আংশিক সুদমুক্ত ঋণ হিসাবে প্রদান করা যাবে। আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি আয়বর্ধনমূলক বৃহৎ আকারের প্রকল্পের প্রকৃতি (Nature) বিবেচনা করে প্রদত্ত অর্থের সম্পূর্ণ অথবা আংশিক অংশ অনুদান হিসাবে প্রদানের বিষয় বিবেচনা করতে পারবে। ঋণ/অনুদান প্রদানের পূর্বে নির্বাচিত জনগোষ্ঠীকে যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর সমবায়ের মাধ্যমে সর্বোচ্চ অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

৮.০২ বাস্তবায়িত প্রকল্পের আয় প্রাপ্তির পর হতে ঋণের কিস্তি আদায় শুরু হবে এবং ঋণের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে ২৫-৫০ কিস্তির মাধ্যমে ঋণের টাকা আদায় করা যাবে। তবে, উপজেলা প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটি কিস্তির সংখ্যা প্রয়োজন অনুসারে হ্রাস/বৃদ্ধি করতে পারবে।

৮.০৩ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর স্থানীয় চাহিদার নিরিখে এ নীতিমালার ৮.০৮ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত খাতসমূহ হতে এক বা সর্বোচ্চ দু'টি খাতের সমন্বয়ে বৃহৎ আকারের আয়বর্ধনমূলক প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।

৮.০৪ বিভাগ ভিত্তিক আয়বর্ধনমূলক প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক অথবা তাঁর নির্বাচিত প্রতিনিধিকে বৃহৎ আকারের আয়বর্ধনমূলক প্রকল্পের কার্যক্রম সরাসরি তত্ত্বাবধান করতে হবে। এ খাতে প্রাপ্ত আয়ের অর্থ উক্ত প্রকল্পের কার্যক্রম বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পুনঃব্যবহার করে প্রকল্পের কলেবর বৃদ্ধি করা যাবে।

৮.০৫ যে খাতে আয়বর্ধনমূলক প্রকল্প নির্বাচন করা হবে উপজেলা পর্যায়ের তদসংশ্লিষ্ট বিষয়ের কর্মকর্তাগণকে উক্ত প্রকল্পের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যাবতীয় কারিগরি সহায়তা প্রদানের সার্বিক দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।

৮.০৬ প্রতিটি বৃহৎ আকারের আয়বর্ধনমূলক প্রকল্পে ১টি সাইনবোর্ড প্রদান করতে হবে। সাইনবোর্ডে প্রকল্পের নাম, অর্থ বছর, প্রাক্কলিত ব্যয়, বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং তত্ত্বাবধায়নকারী কর্মকর্তার নাম উল্লেখ থাকতে হবে।

৮.০৭ কর্মসূচির আওতায় বৃহৎ আকারের আয়বর্ধনমূলক প্রকল্পের (সরাসরি আয়বর্ধনমূলক প্রকল্পসমূহ) লভ্যাংশ ৩ ভাগে বণ্টন করতে হবেঃ যথা, (ক) ৫০% উপকারভোগীগণ পাবেন (খ) ৩০% প্রকল্প পরিচালন ব্যয় ও (গ) ২০% রিভলবিং তহবিলে ঋণ পরিশোধ বাবদ জমা করতে হবে। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ যে কোন তফসিলি ব্যাংকে একটি পৃথক হিসাব খুলবেন।

৮.০৮ আয়বর্ধনমূলক প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত খাতসমূহ অগ্রাধিকার দিতে হবে ঃ

(ক) বৃহৎ আকারে নার্সারি স্থাপন ও সামাজিক বনায়ন,

(খ) মৎস্য খামার প্রকল্প,

(গ) গরু মোটা তাজাকরণ প্রকল্প/দুগ্ধ খামার প্রকল্প (Dairy Farm),

(ঘ) হাঁস-মুরগীর খামার (Poulty Farm),

(ঙ) হস্তশিল্প/কুটিরশিল্প প্রকল্প/ তাঁত শিল্প স্থাপন প্রকল্প,

(চ) কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন,

(ছ) পাওয়ার ট্রিলার ক্রয় প্রকল্প,

(জ) পরিবহন যানবাহন (হিউম্যান হলার/মিনিবাস/পিকআপ/ট্রাক অন্যান্য) ক্রয়,

(ঝ) স্থানীয় চাহিদার নিরিখে আয়বর্ধক অন্যান্য প্রকল্প।

৯. অবকাঠামো নির্মাণ ঃ

৯.০১ যে সকল জেলায় ২০,০০০ এর অধিক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বসবাস করে সে সকল জেলায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বহুমাত্রিক সেবা কেন্দ্র নির্মাণ (Ethnic Minority's Multipurpose Service Center) করা যেতে পারে।

৯.০১.০১ তবে পর্যটনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কোন জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংখ্যা ২০,০০০ এর কম হলেও বহুমাত্রিক সেবা কেন্দ্র নির্মাণ করা যাবে,

৯.০১.০২ বহুমাত্রিক সেবা কেন্দ্রের প্রকল্পের মেয়াদ হবে ৩-৫ বছর এবং প্রকল্পের ডিজাইন ও প্রাক্কলন প্রকল্প প্রস্তাবের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

৯.০১.০৩ প্রস্তাবিত বহুমাত্রিক সেবা কেন্দ্রে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের জন্য হলরুম, রেষ্টরুম, প্রশিক্ষণ রুম, মিউজিয়াম, মাতৃভাষা শিক্ষা ও বর্ণমালা সংরক্ষণ, স্বাস্থ্য সেবা প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

৯.০১.০৪ বহুমাত্রিক সেবা কেন্দ্রের পরিচালনা ব্যয়ের (কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন/ভাতাদি, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি) ব্যবস্থা স্থানীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীকে তাদের নিজস্ব আয় হতে বহন করতে হবে। স্থানীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পক্ষে পরিচালন ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব না হলে বাস্তবতার নিরিখে জেলা প্রশাসকগণ রাজস্ব খাত অথবা স্থানীয় ব্যবসায়ী/গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের অনুদানের মাধ্যমে বহুমাত্রিক সেবা কেন্দ্রের ব্যয় নির্বাহ করতে পারবেন। বহুমাত্রিক সেবা কেন্দ্রের প্রস্তাব প্রেরণের পূর্বে বহু মাত্রিক সেবা কেন্দ্র নির্মাণের স্থান নির্বাচন নিশ্চিত করতে হবে।

৯.০২ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত গ্রাম/পাড়া/ মহল্লায় 'আশ্রয়ণ' প্রকল্পের অনুরূপ কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ করা যেতে পারে। কমিউনিটি সেন্টারে টেলিভিশন, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, আসবাবপত্র, সাংস্কৃতিক ও খেলাধূলার সরঞ্জামাদি এবং লাইব্রেরি স্থাপনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৯.০৩ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জন্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানাদি নির্মাণ/ মেরামতের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৯.০৪ কমিউনিটি সেন্টার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বহুমাত্রিক সেবা কেন্দ্র নির্মাণের ক্ষেত্রে স্থানীয় স্বেচ্ছামূলক দান হিসাবে জমি সংগ্রহের প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

৯.০৫ নির্মিত অবকাঠামো/ ভবনাদি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৯.০৬ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত যে সকল গ্রাম/ পাড়া/ মহল্লায় বিদ্যুৎ সংযোগ নাই সে সকল গ্রাম/ পাড়া/ মহল্লায় সৌর বিদ্যুৎ প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। সৌর বিদ্যুৎ গ্রুপ ভিত্তিক প্রদান করতে হবে। সৌর বিদ্যুৎ স্থাপনের পর এর পরিচালন ব্যয় সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র নৃগোষ্টিকে বহন করতে হবে।

১০. স্বাস্থ্য সেবা ঃ

১০.০১ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন দূরারোগ্য ব্যাধিত আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা এবং ঔষধ ক্রয়ের জন্য অনুদান প্রদান করা যেতে পারে,

১০.০২ গরীব ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জন্য মশারী, কম্বল, শীতের পোশাক ক্রয়ের নিমিত্তে অনুদান প্রদান করা যেতে পারে।

১১. ভাতা প্রদান ঃ

১১.০১ গরীব ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বিবাহযোগ্য মেয়েদের বিবাহ প্রদানের জন্য অনুদান প্রদান করা যেতে পারে।

১১.০২ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জন্য পরিচালিত এতিমখানায় অনুদান প্রদান করা যেতে পারে।

১১.০৩ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নারী নির্যাতন মামলা ও অন্যান্য মামলা পরিচালনার জন্য প্রকল্প/ কর্মসূচির আওতায় আইনগত সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে।

১২. তথ্য প্রযুক্তি সেবা ঃ

১২.০১ উপজেলায় বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর তালিকা প্রণয়ন করে সম্প্রদায়/ গোত্রভিত্তিক ডাটাবেজ প্রস্তুত করা যেতে পারে,

১২.০২ মুক্তিযুদ্ধে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অংশগ্রহণকারীদের তালিকা, তাদের পরিবারের সদস্যবৃন্দের তালিকা এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থায় উপর ডাটাবেজ প্রস্তুত করা যেতে পারে,

১২.০৩ বহুমাত্রিক সেবা কেন্দ্র এবং কমিউনিটি সেন্টারসমূহে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা যেতে পারে।

১২.০৩.০১ পূর্বে বিভিন্ন অর্থ বছরে এ প্রকল্পের অর্থে যে সকল কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে সে সকল কমিউনিটি সেন্টারে কম্পিউটার স্থাপন, ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান এবং লাইব্রেরি স্থাপন করা যেতে পারে।

১২.০৩.০২ ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করলে ইন্টারনেটের বিল স্থানীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীকে বহন করতে হবে।

১২.০৪ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকা সংগ্রহ করে ডাটাবেজ প্রস্তুত করা যেতে পারে,

১২.০৫ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীকে বিভিন্ন অর্থ বছরে প্রদত্ত ক্ষুদ্র ঋণ, বৃত্তি, ল্যাট্রিন, টিউবওয়েল, কমিউনিটি সেন্টার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির উপর ডাটাবেজ স্থাপন করা যেতে পারে।

১৩. পরিবেশ উন্নয়ন ঃ

১৩.০১ সরকারি খাস জমি, রাস্তা ও রেললাইনের পার্শ্বে এবং সরকারের অন্যান্য পতিত জায়গায় সামাজিক বনায়নের জন্য অনুদান প্রদান করা যেতে পারে,

১৩.০২ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বসতবাড়ীর চারপার্শ্বে বনায়নের জন্য বিনামূল্যে বনজ, ফলজ এবং ঔষধি বৃক্ষের চারা প্রদান করা যেতে পারে।

১৪. আনুষঙ্গিক ব্যয় ঃ

১৪.০১ আনুষঙ্গিক ব্যয় নির্বাহের জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটিকে মোট প্রকল্প ব্যয়ের অনধিক ৫% আনুষঙ্গিক ব্যয় খাতে বরাদ্দ প্রদান করা যেতে পারে। আনুষঙ্গিক খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত সমিতি পরিচালনার জন্য অর্থ অনুদান হিসাবে প্রদান করা যেতে পারে।

১৫. প্রকল্প পরিদর্শন ঃ

১৫.০১ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব/সচিব/মহাপরিচালক ও পরিচালকগণসহ সকল কর্মকর্তাবৃন্দ/ আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সদস্যবৃন্দ/বিভাগীয় কমিশনার/অতিরিক্ত বিভাগীয় কমশিনার/সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা যেতে পারে এবং পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা যেতে পারে।

১৫.০২ উপজেলায় প্রকল্প পরিদর্শনের জন্য প্রতিটি প্রকল্পে একটি সুনির্দিষ্ট পরিদর্শন রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব/সচিব/মহাপরিচালক ও পরিচালকগণসহ সকল কর্মকর্তাবৃন্দ/আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সদস্যবৃন্দ/বিভাগীয় কমিশনার/অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার/সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সদস্যগণসহ অন্য কোন পরিদর্শক প্রকল্প পরিদর্শনের পর প্রকল্পের কার্যক্রম সংক্রান্ত কোন পরামর্শ প্রদান করলে উক্ত পরমর্শের অনুলিপি ও পরামর্শ অনুসারে গৃহীত ব্যবস্থার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেল প্রশাসকসহ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে অবহিত করতে হবে।

১৬. প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব নির্ধারণ ঃ

১৬.০১ পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত দেশের অন্যান্য এলাকায় বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত উন্নয়ন সহায়তা বরাদ্দের অর্থে প্রকল্প/ কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সার্বিক দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ উপজেলা পর্যায়ে গঠিত প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটির উপর অর্পিত থাকবে,

১৬.০২ উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ উপজেলা প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটি প্রকল্প প্রণয়ন, উপকারভোগী নির্বাচন, বাস্তবায়ন, ঋণ আদায়সহ সার্বিক আর্থিক দায়-দায়িত্ব বহন করবে।

১৭. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা ব্যয় ঃ

১৭.০১ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজন মোতাবেক জনবল নিয়োগ, পরিদর্শন, গাড়ি ক্রয়, যন্ত্রপাতি/মেশিনারী সামগ্রী, স্টেশনারি দ্রব্যাদি ক্রয় ইত্যাদির জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে প্রকল্প হতে বরাদ্দ প্রদান করা যেতে পারে,

১৭.০২ কর্মসূচির আওতায় আয়বর্ধনমূলক প্রকল্পের সকল বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রনোদনার জন্য স্টাডি ট্যুর আয়োজন করা যাবে,

১৭.০৩ এ কার্যালয়ের অনুমতিক্রমে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ প্রতি অর্থবছরে কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রকল্পে বরাদ্দকৃত অর্থের আন্তঃখাত সমন্বয় করতে পারবেন এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অনুকূলে বিভিন্ন খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ মুখ্য সচিব মহোদয়ের সম্মতিক্রমে পুনঃনির্ধারণ করা যাবে।

১৮. নিরীক্ষা প্রতিবেদন ঃ

১৮.০১ অর্থ বছর শেষে ব্যয়িত অর্থের নিরীক্ষা কার্যক্রম এক মাসের মধ্যে সম্পাদন করতে হবে,

১৮.০২ নিরীক্ষা প্রতিবেদন ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বিল, ভাউচার, মাষ্টাররোল ইত্যাদির ফটোকপিসহ) অর্থ বছর শেষে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

১৯. বিবিধ ঃ

১৯.০১ এ নীতিমালায় উল্লিখিত বিভিন্ন আইটেম ছাড়াও প্রয়োজনানুসারে স্থানীয় সমস্যা ও চাহিদার নিরিখে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ অন্য কোন আইটেমের জন্য প্রস্তাব করলে প্রকল্পের আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি উক্ত আইটেমের জন্য বরাদ্দ প্রদান করতে পারবেন। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ছাড়া অন্য কোন সম্প্রদায়ের জন্য ব্যয় করা যাবে না।

১৯.০২ উপকারভোগী নির্বাচনে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা ও মহিলাদের অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

১৯.০৩ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে প্রস্তাব আহ্বান করার পর উপরোক্ত প্রকল্প প্রস্তাব নির্ধারিত ফরমে (সংলগ্নী-১) জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

১৯.০৪ বরাদ্দকৃত অর্থ নির্ধারিত অর্থ বছরের মধ্যে ব্যয় করতে হবে। অব্যয়িত অর্থ প্রতি বছরের ৩০ শে জুনের মধ্যে চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে সমর্পন করতে হবে এবং চালানের মূল কপি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

১৯.০৫ প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতির মাসিক/ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন এবং ঋণ আদায় প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে নিয়মিতভাবে প্রেরণ করতে হবে।

১৯.০৬ উপজেলা পরিষদের আওতায় গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি যে পদ্ধতিতে বাস্তাবায়ন করা হয় আলোচ্য প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও সম্ভব হলে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জন্য গঠিত উপজেলা প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটি একই পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারবে।

১৯.০৭ প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে দ্বৈততা পরিহার করতে হবে।

২০. যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ নীতিমালা জারি করা হলো ঃ

২১. এ বিষয়ে ইতোপূর্বে ৭-৬-২০১১ এর পত্র সংখ্যা ০৩.০৮৮.০১৪.০০.০০.০৯.২০১০-৮৯ (১৯০) এর মাধ্যমে জারিকৃত নীতিমালা এতদ্ধারা বাতিল করা হলো।

(কবির বিন আনোয়ার)
যুগ্ম-সচিব
ও
মহাপরিচালক (প্রশাসন)
ফোন ঃ ৮১৪২৭০০

নং ০৩.০৮৮.০১৪.০০.০০.০০৩.২০১২-১২০

৬ অগ্রহায়ণ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ
২০ নভেম্বর, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

বিতরণ (কার্যার্থে) ঃ

১. বিভাগীয় কমিশনার (সকল) .....।
২. জেলা প্রশাসক (সকল) .....।
৩. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) .....।

জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) ঃ

১. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
২. সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৪. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৬. সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৮. সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, আগারগাঁও, ঢাকা।
১০. মহাপরিচালক (সকল), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
১১. পরিচালক (সকল), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

(কবির বিন আনোয়ার)
যুগ্ম-সচিব
ও
মহাপরিচালক (প্রশাসন)
ফোন ঃ ৮১৪২৭০০

"বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সহায়তা (পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত)" শীর্ষক উন্নয়ন সহায়তা বরাদ্দের জন্য সাব-প্রকল্প/কর্মসূচির প্রস্তাব :

১. জেলার নাম :

২. উপজেলার নাম ও আয়তন :

৩. **ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনসংখ্যার তথ্য :**

(ক) উপজেলার মোট ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংখ্যা (সম্প্রদায় ভিত্তিক) :
(তথ্যের উৎস উল্লেখ করতে হবে)

(খ) উপজেলার মোট ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর গ্রামের সংখ্যা :

(গ) উপজেলার মোট ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পুরুষের সংখ্যা :

(ঘ) উপজেলার মোট ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মহিলার সংখ্যা :

(ঙ) উপজেলার মোট ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর খানার (Housechold) সংখ্যা :

৪. ক্রমপুঞ্জীভূত (Cumulative) **অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য ঃ**

(ক) প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিভূত বরাদ্দ (Cumulative) :

(খ) প্রকল্পের শুরু হতে গত অর্থ বছর পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় (Cumulative) :

(গ) সরকারি কোষাগারে সমর্পণকৃত অব্যয়িত অর্থের মোট পরিমাণ (বছর ভিত্তিক) :

৫. (ক) **দারিদ্র বিমোচন ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে খাতভিত্তিক ক্রমপুঞ্জিভূত (Cumulative) ঋণ প্রদান ও ঋণ আদায়ের পরিমাণ ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	খাতওয়ারী ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	খাতওয়ারী ঋণ প্রদানের পরিমাণ	খাতওয়ারী ঋণ পরিশোধকারীর সংখ্যা	খাতওয়ারী ঋণ আদায়ের পরিমাণ	মন্তব্য
মোট=						

৬. **শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক তথ্য ঃ**

(ক) শিক্ষার হার,

(খ) প্রকল্পের শুরু হতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ছাত্র/ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদানের সংখ্যা ও অর্থের পরিমাণ,

(গ) প্রকল্পের শুরু হতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষা উপকরণ খাতে প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ ও ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা :

(ঘ) প্রকল্পের শুরু হতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষা সহায়তা খাতে প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ ও ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা।

৭. স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাসন কর্মসূচি ঃ

(ক) প্রকল্পের শুরু হতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জন্য নির্মিত স্যানিটারী ল্যাট্রিনের সংখ্যা,

(খ) ব্যবহার উপযোগী স্যানিটারী লেট্রিনের সংখ্যা,

(গ) প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অগভীর নলকূপ ও অগভীর তারা পাম্পের সংখ্যা,

(ঘ) প্রকল্পের আওতায় নির্মিত গভীর নলকূপ, গভীর তারা পাম্প ও রিং ওয়েল সংখ্যা,

(ঙ) ব্যবহার উপযোগী নলকূপ, তারা পাম্প ও রিং ওয়েলের সংখ্যা।

৮. অবোকাঠামো নির্মাণ ঃ

(ক) প্রকল্পের আওতায় নির্মিত কমিউনিটি সেন্টারের সংখ্যা ও স্থাপনকাল :

(খ) কমিউনিটি সেন্টারের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যতের প্রয়োজনীয়তা,

(গ) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকায় মোট মন্দির, গীর্জা ও অন্যান্য উপাসনালয়ের নির্মাণ ও সংস্কারের জন্য প্রদত্ত মোট অর্থের পরিমাণ (নামসহ),

(ঘ) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনসংখ্যা অধ্যুষিত এলাকায় ক্লাব ও লাইব্রেরির উন্নয়নের জন্য প্রদত্ত মোট অর্থের পরিমাণ (নামসহ),

(ঙ) খেলাধূলার সামগ্রী ও সাংস্কৃতিক যন্ত্রপাতির জন্য প্রদত্ত ক্রমপুঞ্জিভূত মোট বরাদ্দ (Cumulative)।

৯. প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য ঃ

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ প্রদানকারীর সংস্থার নাম	প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনসংখ্যা

১০. বিগত অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও বাস্তবায়িত প্রকল্পের তথ্য ঃ

(লক্ষ টকায়)

ক্রমিক নং	খাতের নাম	খাতভিত্তিক বরাদ্দ	খাতভিত্তিক ব্যয়	খাতভিত্তিক অব্যয়িত ও সমর্পণকৃত অর্থ
মোট=				

১১. বর্তমান অর্থ বছরে বরাদ্দের প্রস্তাব ঃ

১১.০১ শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক খাতের প্রাক্কলিত প্রস্তাব ঃ

(লক্ষ টকায়)

ক্রমিক নং	খাতের নাম	খাতভিত্তিক বরাদ্দের প্রস্তাব	প্রস্তাবিত উপকারভোগীর সংখ্যা	যৌক্তিকতা
মোট=				

১১.০২ দারিদ্র বিমোচন ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে বরাদ্দের প্রস্তাব ঃ

(লক্ষ টকায়)

ক্রমিক নং	ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের প্রস্তাবিত খাত	ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণের উপযোগী মোট পরিবারের সংখ্যা	বরাদ্দের প্রস্তাব	মন্তব্য
মোট=				

১১.০৩ স্যানিটারি ল্যাট্রিন, অগভীর নলকূপ ও অগভীর তারা পাম্প স্থাপনের প্রস্তাব ঃ

(লক্ষ টকায়)

ক্রমিক নং	খাতের নাম	প্রস্তাবিত উপকারভোগীর সংখ্যা	একক মূল্য (টহরঃ চৎরপব)	প্রস্তাবিত মোট ব্যয়	মন্তব্য
মোট=					

১২. প্রস্তাবিত প্রকল্পের অর্থায়ন ঃ

i. সরকারি অনুদান/ঋণের পরিমাণ,

ii. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অংশ।

১৩. গভীর নলকূপ, গভীর তারা পাম্প ও রিং ওয়েল স্থাপনের প্রস্তাব ঃ

(লক্ষ টকায়)

ক্রমিক নং	খাতের নাম	উপকারভোগীর সংখ্যা	একক মূল্য (Unit Price)	প্রস্তাবিত মোট ব্যয়	মন্তব্য
মোট					

১৪. প্রস্তাবিত প্রকল্পের অর্থায়ন ঃ

i. সরকারি অনুদান/ঋণের পরিমাণ,

ii. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অংশ।

১৫. বৃহৎ আকারের আয়বর্ধনমূলক প্রকল্পের প্রাক্কলিত প্রস্তাব ঃ

প্রকল্পের নাম:

(লক্ষ টকায়)

ক্রমিক নং	কম্পোনেন্টের নাম	প্রস্তাবিত মোট ব্যয় (Component wise)	উপকারভোগী জনগণের সংখ্যা	যৌক্তিকতা
মোট=				

(বিস্তারিত প্রকল্প প্রস্তাব প্রাক্কলনসহ আলাদাভাবে সংযুক্ত করা যেতে পারে)

১৬. বহুমাত্রিক সেবা (Multipurpose Service Center) কেন্দ্র ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের প্রস্তাব :

(লক্ষ টকায়)

ক্রমিক নং	নির্মাণের স্থান ও জায়গার মালিকানা সংক্রান্ত তথ্য	প্রাক্কলিত ব্যয়	মেয়াদ	প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিচালন ব্যয় নির্বাহের কৌশল/পরিকল্পনা	মন্তব্য
মোট=					

* প্রস্তাবের সাথে বহুমাত্রিক সেবা কেন্দ্রের ডিজাইন ও প্রাক্কলন সংযুক্ত করতে হবে।

১৭. প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত অন্যান্য খাত/আইটেমে বরাদ্দের প্রস্তাব :

(লক্ষ টকায়)

ক্রমিক নং	খাত/আইটেমের নাম	সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয়	মন্তব্য
মোট=				

১৮. প্রস্তাবিত প্রকল্পের অর্থায়ন সর্বমোট ঃ

i. সরকারি অনুদান/ঋণের সর্বমোট পরিমাণ,
ii. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সর্বমোট অংশ।

১৯. পূর্বের সকল অর্থ বছরের অডিট সম্পন্ন হয়েছে কি না ? (টিক চিহ্ন দিন) ঃ

ক. হ্যাঁ,

খ. না (না হয়ে থাকলে কোন বছরে হয়নি)।

২০. প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তাকারী রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংগঠনের নাম ও ঠিকানা :

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের স্বাক্ষর

(ফোন নম্বরসহ) তারিখ

সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের সুপারিশ

বাঃসঃমুঃ-২০১৩/২০১৪-৭৫১৫কম/এ-১০০০ বই, ২০১৪।